দৈনিক বাংলা

05 OCT 198

5 কলাম

OC-163

নয়া তথ্য ব্যবস্থা ও তথ্যের স্বাধীনতা

"ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী।" বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাবাহী বিমান—বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি চমৎকার শ্লোগান। তথ্য ও যোগাযোগের বাণীরও সারকথা এটাই। "ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী।" সত্যি তাই। এয়ারলাইন্স এবং পরিবহণ ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম এই পৃথিবীকে ছোট করে তোলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে, সত্যিকার অর্থে এই গ্রহটিকে ছোট করে এনেছে দ্রুত বিকাশশীল ও ক্রমবর্ধমান তথ্য ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক—এত ছোট যে দুই ব্যান্ডের একটি রেডিওতে এটাকে বহন করা যেতে পারে।

তথ্য হচ্ছে যোগাযোগেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যোগাযোগকে প্রায়শঃই সামাজিক কর্মকান্ড ও সভ্যতার চালকযন্ত্র ও অভিব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এটা কেবল খবর ও বার্তার বিনিময় নয়। চিন্তাধারা, তথ্য ও ডাটা পরিবেশন ও ভাগাভাগি করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একক ও সমষ্টিগত তৎপরতার সবকিছুই এর আওতাভুক্ত। জীবনের অন্য সকল দিকের (যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক) ন্যায় বিশ্বের দেশগুলো তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও আন্তঃনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এবং জীবন ও সামাজিক কার্যক্রমের অন্য সব দিকের মতই তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ও অসমতা বর্তমান। এটা অনস্বীকার্য যে তথ্য ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের বিকাশ, জ্ঞান ও তথ্যের অভাবের দরুন সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝি ও অনিয়ম হ্রাসের সম্ভাবনাকে জোরদার করেছে। ব্যক্তি ও দেশকে অপর ব্যক্তি ও দেশের সমস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করে তোলার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শুধু আমাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই বাড়ায়নি, আমাদেরকে পরস্পরের আরো কাছাকাছিও এনে দিয়েছে।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) ১৯৭৮ সালে একটি নয়া বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই বিশ্বটাকে প্রকৃত অর্থে ঘনিষ্ঠ, আন্তঃনির্ভরশীল এবং সবার জন্যে পারস্পরিক কল্যাণকর স্থান করে তোলা। ম্যাকব্রাইড কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ কাঠামোর মূলে রয়েছে যোগাযোগ সুবিধা ও তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের অভাব ও অসমতা। অনেক পন্ডিতেরও একই অভিমত। যোগাযোগের ক্ষেত্রে দেশের ভিতরে ও আন্তর্জাতিকভাবে বৈষম্য বিদ্যমান। জাতিসংঘের ধারণা, একটি নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করে জাতীয় যোগাযোগ নীতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে বর্তমান বৈষম্য কমানো যেতে পারে। একদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়ন প্রয়োজন। অধিকতর বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এটা সম্ভব। অপরদিকে, উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে তথ্যের অবাধ সরবরাহের প্রয়োজন। অধিকতর পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এটাও সম্ভব। ম্যাকব্রাইড কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টে উন্নয়নশীল দেশগুলো সম্পর্কে বলা হয়, যোগাযোগ ক্ষমতা ও নীতির ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্যেও তাদের চেষ্টা চালানো উচিত।

জাতিসংঘের কাছে নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ধারণা হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একমাত্র বাস্তব পদক্ষেপ। ১৯৮০ সালের মেক্সিকো ঘোষণায় বলা হয়, ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর অধিকার আছে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্যের মাধ্যমে বাস্তবের বস্তুনিষ্ঠ চিত্রলাভের এবং সংস্কৃতি ও যোগাযোগের বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে অবাধে নিজেদেরকে প্রকাশ করার। এই অধিকারকে ব্যাপকভাবে তথ্যের অধিকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যা বর্তমানে মানবাধিকারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে অব্যাহত প্রচেষ্টা ছাড়া এই অধিকার সবার পক্ষে সমানভাবে ভোগ করা সম্ভব নয় এটা অনস্বীকার্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় তথ্য ও প্রকাশের স্বাধীনতাকে একটা মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছেঃ প্রত্যেকেরই স্বাধীন মতামত পোষণ ও প্রকাশের অধিকার আছে। এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যেকোন মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য ও ধ্যান-ধারণা লাভ এবং প্রকাশের স্বাধীনতা। এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে একটি নয়া তথ্য ব্যবস্থা এবং তথ্য লাভ ও সরবরাহের স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং তথ্য সূত্রের বহুমুখীকরণ—যা ইউনেস্কোর কাম্য—এই স্বাধীনতাকে সীমিত না করে ব্যাপকতর করবে। তাছাড়া, বর্তমান বৈষম্য এবং উন্নত দেশগুলোর ওপর দুর্বল দেশগুলোর নির্ভরতা লোপ পেলে নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা শান্তি, উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আরো কার্যকর অবদান রাখতে পারে। তবে, এধরনের একটি তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি স্পষ্টতঃই একটি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। উভয়েরই লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরনির্ভরতামুক্ত করা।

জাতিসংঘ তার সনদের বর্ণনা অনুযায়ী সকল দেশের সমতায় দৃঢ়বিশ্বাসী। সম্পর্কের সমতার পূর্বশর্ত হচ্ছে অংশগ্রহণের সমতা। নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর বর্ধিত অংশগ্রহণ এবং এভাবে ধাপে ধাপে তথ্যের অবাধ প্রবাহে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশাবাদী।

নয়া তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অব্যাহত প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের জনতথ্য বিভাগ (ডিপিআই) সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। এ প্রসঙ্গে ডিপিআই এবং ইউনেস্কো সূচিত এজেন্ডা "ফর স্মল প্ল্যানেট" প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর লক্ষ্য হচ্ছে, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ উভয়ের টেলিভিশন নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ ও বিনিময়ে উৎসাহ যোগানো। বাংলাদেশ টেলিভিশনও এই প্রকল্পে অংশ নেয় এবং এনএইচকে জাপানের সঙ্গে সহযোগিতায় একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করে। তথ্য ক্ষেত্রে ব্যবধান হ্রাস এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য এবং এ উদ্দেশ্যে ডিপিআই উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাংবাদিকদের জন্যে একটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করেছে। এই একই লক্ষ্যে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকাংশ স্থাপিত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। একই সঙ্গে বিশ্ব সংস্থা জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে শতাধিক উন্নয়নশীল দেশে তথ্য ও যোগাযোগ অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজে লিপ্ত।

আমরা একটি ক্ষুদ্র, আন্তঃনির্ভরশীল বিশ্বে বাস করি। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আমরা কথা বলি বহু কন্ঠে। আমাদের বেসুরো কন্ঠগুলো একটি কোর‍্যাসে মিলিত হয়ে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত হলেই কেবল আমাদের এজেন্ডা "ফর এ স্মল প্ল্যানেট" বাস্তবায়িত হবে। একটি নয়া বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে মাত্র।

(ইউনিক, ঢাকা)